গোপালগঞ্জে এনসিপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সহিংসতায় থমথমে পরিস্থিতি, গ্রেফতার ১৪

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঘোষিত পদযাত্রা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার (১৬ জুলাই) গোপালগঞ্জে দিনভর হামলা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের জেরে সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসন ২২ ঘণ্টার কারফিউ জারি করে, যা রাত ৮টা থেকে শুরু হয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) বিকেল ৬টা পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে।

কারফিউ চলাকালে জেলায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। বুধবার রাত থেকেই সীমিত সংখ্যক রিকশা চললেও অন্যান্য যানবাহন ছিল অচল। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছিল পুরোপুরি বন্ধ। প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হয়নি।

বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত সড়কে মানুষের চলাচল ছিল না বললেই চলে। হাট-বাজারেও জনসমাগম দেখা যায়নি। গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া পাহারা দেখা গেছে।

এনসিপির ঘোষিত 'জুলাই পদযাত্রা' ঘিরে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গোপালগঞ্জে হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হন এবং অন্তত ৯ জন গুলিবিদ্ধসহ অর্ধশতাধিক আহত হন।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন:

উদয়ন রোডের যুবলীগ সদস্য দীপ্ত সাহা (২৫)

থানাপাড়ার রমজান কাজী (২৪)

আড়পাড়ার ইমন তালুকদার (১৮)

টুঙ্গিপাড়ার সোহেল মোল্যা

বুধবার সভা শেষে ফেরার পথে এনসিপির গাড়িবহরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আক্রমণ চালায়। এতে হামলাকারীদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং পুরো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বিকেল পাঁচটার দিকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সহায়তায় গোপালগঞ্জ ত্যাগ করেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আখতার হোসেন, হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান (এপিসি)-এ উঠছেন। এরপর সন্ধ্যা সাতটার দিকে খুলনায় পৌঁছান তারা এবং সার্কিট হাউস ও একটি হোটেলে আশ্রয় নেন।

গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান জানিয়েছেন, "পরিস্থিতি এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং কারফিউ কার্যকর রয়েছে।"